৬৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ .. 27 FEB 1993
পৃষ্ঠা … ৫ … কলাম .. ৩ …

05

অনার্স কোর্স ভর্তি নীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর সহ একটি দ্বিতীয় বিভাগ পেলে মানবিক শাখার স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যেতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় এ ভর্তির জন্য কমপক্ষে দুটি দ্বিতীয় বিভাগ থাকা বাধ্যতামূলক করেছে যা অর্জন করা মানবিক শাখার ছাত্রদের বিশেষ করে জেলাসমূহের কঠোরতমভাবে নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রের পরিক্ষার্থীদের পক্ষে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন। ফলে থানা পর্যায়ের শিথিলভাবে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষা দিয়ে প্রাপ্ত উচ্চতর ডিভিশন ও নম্বরের জোরে অনেকে প্রকৃত যোগ্যতা ছাড়াই অনার্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান বিষয়ে উচ্চ নম্বরসহ একটি উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগধারী শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার্থীরা প্রকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে না। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে বৈষম্যমূলক এবং অবাঞ্ছনীয়।

সম্মান কোর্সের প্রধান লক্ষ্য হলো কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। এ জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মুখ্য বা প্রধান বিষয়ে উচ্চ নম্বর থাকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া নীতিতে অনার্সে পঠিতব্য বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় তালিকা গয়রহ বা সাধারণভাবে দেখানো হয়েছে। আর কোন বাস্তব গুরুত্ব নেই। কেননা এতে মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির কোন একটি থাকলেই মানবিক শাখায় ভর্তি হওয়া যায়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য পৌরনীতি থাক বা ইতিহাসের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে ইতিহাস থাকার প্রয়োজন নেই।

উচ্চ মাধ্যমিকে পৌরনীতি না থাকলেও যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনার্সে এবং ইতিহাস না পড়েই ইতিহাসের অনার্সে ভর্তি হওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি অনার্স কোর্স পানির মত সহজ। আর তাই পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই যখন–তখন এগুলির পাঠ শুরু করা যায়। এত সহজ বিষয়ে ভর্তির জন্য ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দুটি দ্বিতীয় বিভাগ থাকার শর্ত একেবারেই অর্থহীন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে পৌরনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকগণ উচ্চমাধ্যমিকে পৌরনীতি ছাড়া অন্য কোন বিষয় পড়াতে বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন না। তারা যুক্তিবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান যাচাই করবেন কিভাবে? তা ছাড়া মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি তথাকথিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের সিলেবাসের কি যোগসূত্র আছে তা গবেষণার বিষয় বটে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পালনীয় নয়া বিধি লংঘন করে এবং শিক্ষক পরিষদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সম্প্রতি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আসন সংখ্যা ষাট থেকে আশিতে উন্নীত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ কমপক্ষে একটি দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে অনার্সে ভর্তির পূর্বনজীর থাকা সত্ত্বেও দুটি দ্বিতীয় বিভাগ থাকার অযৌক্তিক নয়া শর্তটি বাস্তব প্রয়োজনেও শিথিল করা হয়নি এটা দুঃখজনক এবং শহরের কেন্দ্র থেকে পাস করা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

উল্লেখিত বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পুনর্বিবেচনা করে মুখ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪৫% নম্বরসহ কমপক্ষে একটি দ্বিতীয় বিভাগধারী ছাত্রদেরকেও মানবিক শাখার অনার্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ এনামুল হক সরকার
৩৩ আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ।